তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২৫

**চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন সরকারি অর্থ সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা প্রভৃতি কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ, দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

 চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৪৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৩ হাজার ৮৭৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ২৪ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৫ লাখ ১৯ হাজার ৩৭৫ জন প্রান্তিক, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা যার পুরোটাই এ পর্যন্ত ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩১টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭ হাজার ৬২৫টি প্রান্তিক পরিবারের মাঝে ৬১ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম জেলায় বরাদ্দকৃত ১৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২৩৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৭ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ৬০৫টি পরিবার।

 কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ১২ লাখ ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি
২ কোটি ১৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকা ৪৪ হাজার ২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লাখ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭২৭ টি প্রান্তিক পরিবার ও ৮ লাখ ৬ হাজার ৫৭৪ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ পেয়েছে আরো ১ হাজার ৩৬৮টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ হাজার ৫২২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৭ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৩১৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৭ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৪ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩১ হাজার ৬০০ পরিবার ও ১ লাখ ২৩ হাজার ২৪০জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৩১ হাজার ৫০২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকার মধ্যে ৩ লাখ টাকা ৬০০টি প্রান্তিক পরিবার ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকার মধ্যে ৩ লাখ টাকা ৬০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

 খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৩৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২২ হাজার ৯০০টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৫ লাখ ১০ হাজার ৩৮০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই ৩৩ হাজার ২৬৭টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬০৪টি পরিবার।

 বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১৭ হাজার ৪১৪টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার পুরোটাই এ যাবৎ ৫৯ হাজার ৮২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে ১ হাজার ৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ হাজার ৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

 লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকার গৃহীত মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৯১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অদ্যাবধি ৩৪ হাজার ৪৯৭টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৮৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৭৫ হাজার ৫৯টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ২৯৫ জন প্রান্তিক মানুষ। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ লাখ টাকা ৪০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ লক্ষ্মীপুর জেলায় ১৩ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে। লক্ষ্মীপুর জেলায় শুকনো খাবার বাবদ বরাদ্দকৃত ১ হাজার ২০০ প্যাকেট ১ হাজার ২০০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

 নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৪ হাজার ৬০০ প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৭৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার পুরোটাই অদ্যাবধি ১ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬১৫টি পরিবার। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ১ হাজার ৮০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকা ইতোমধ্যে ১ হাজার ৮০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

 ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৬৪ লাখ ১৫ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ২৩ হাজার ৮০১টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার পুরোটাই ৩৬ হাজার ৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬০০টি পরিবার।

 কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৩০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ কোটি ৫৪ লাখ ৪২ হাজার ৫০০ টাকা ১ লাখ ৮ হাজার ৭৪৯টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকার পুরোটাই ১ লাখ ৯১ হাজার ১৪০টি প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৪২ লাখ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা ৬ হাজার ৭১৮টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৭ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫০৮টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৬ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলায় শুকনো খাবার বাবদ বরাদ্দকৃত ১ হাজার প্যাকেটের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫৪ প্যাকেট ১৫৪ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ৯৫৮টি পরিবার।

 চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ৫ কোটি ১৮ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ কোটি ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা ১ লাখ ২০৯টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১ লাখ ১ হাজার ২২৫টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৫টি পরিবার।

 ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ৮৩ লাখ ৯৬ হাজার টাকা ৫৮ হাজার ৭৪৬টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৮২২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৩৫টি পরিবার। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ হাজার ১৯৪টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৩১১টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

   #

ফয়সল/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২৪

**বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল**

**নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এফএও মহাপরিচালক**

রোম (ইতালি), ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 বিশ্বের শীর্ষ দশটি জনবহুল দেশের একটি হওয়ার পরও বাংলাদেশের ১৬৫ মিলিয়ন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর মহাপরিচালক (Qu Dongyu)। ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় (এফএও) স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয়পত্র প্রদান অনুষ্ঠানে এফএও মহাপরিচালক গতকাল এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন আমরা বাংলাদেশ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি, কারণ তাদের সমাধানগুলো সাশ্রয়ী এবং বাস্তবায়ন সহজ।

 রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান এফএও -এর স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার জন্য এবং বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রদূত এফএও-কে আরো দক্ষ, স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহাপরিচালকের গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস প্রদান করেন।

 ৪০ বছরের অধিক সময়ে বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি পরিবেশ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এফএও-এর প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা স্থায়ী প্রতিনিধি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রদূত পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশের কৃষিখাতের রূপান্তরিত পরিকল্পনায় এফএও-এর সক্রিয় সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

 রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি এন্টি-মাইক্রোবিয়াল রেসিসট্যান্স বিষয়ক একক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কো-চেয়ার হিসেবে মনোনয়নের সুপারিশ করায় মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানান এবং এক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধকল্পে আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

 বাংলাদেশ গত প্রায় চার বছর ধরে ১ দশমিক ১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক কারনে আশ্রয় প্রদান করেছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের আয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এফএও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যে ধন্যবাদ জানান।

 বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এফএও আঞ্চলিক সম্মেলনে (৮-১১ মার্চ ২০২২) অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ভ্রমণে মহাপরিচালককে আমন্ত্রণ জানান যা তিনি সাদরে গ্রহণ করেন।

 পরিশেষে, বাংলাদেশ এবং এফএও আগামী দিনগুলোতে পৃথিবীব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মোকাবিলার জন্য একসঙ্গে কাজ করবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানটি জুম প্লাটফর্মে অনু্ষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের ইকনমিক কাউন্সেলর ও রোমভিত্তিক জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বিকল্প স্থায়ী প্রতিনিধি মানস মিত্র এবং কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান শিকদার মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান এবং এফএও থেকে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

   #

সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/২২১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২৩

**মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম বাড়াতে হবে**

**----বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম বাড়াতে হবে।  ২০৪১ সালের বাংলাদেশে এমন দক্ষ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন, যাদের দলগত কার্যক্রম হবে  সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) আয়োজিত ‘লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ফর পাওয়ার সেক্টর অর্গানাইজেসন্স’ শীর্ষক ১২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে আধুনিক প্রযুক্তিবান্ধব বিদ্যুৎ খাত গঠিত হচ্ছে। এখাতে নেতৃত্ব দিতে হলে নিজেদেরকেও আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা থাকতে হবে। সেজন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ভিতর থাকা বাঞ্ছনীয়। এসময় তিনি সকল কর্মকর্তাকে গ্রাহকবান্ধব হয়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে  গ্রাহকের প্রত্যাশা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে আন্তরিক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

 কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতি মোকাবিলা করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য নেতৃত্বের উন্নয়ন ও বিকাশে বিদ্যুৎ বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিপিএমআই নিয়মিত যে  প্রশিক্ষণ কর্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, তার আওতায় প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উপ-পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিজিএম পর্যায়ের  মোট  ৫০ জন কর্মকর্তা নিয়ে ১২ দিনব্যাপী (সপ্তাহে ৩ দিন) ১০ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 ভার্চুয়াল এই সমাপনী অনুষ্ঠানে বিপিএমআই-এর রেক্টর মোঃ মাহবুব-উল-আলমের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবসরপ্রাপ্ত) সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২২১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২২

**নিজের দলে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন -বিএনপিকে তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপি ও তার মিত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন 'আপনারা সবসময় সবদলকে ঐক্যবদ্ধ হবার কথা বলেন, কিন্তু নিজের দলের মধ্যেই ঐক্য নেই। বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো সবদলের ঐক্য নয়, আগে নিজের দলে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন।'

 আজ চট্টগ্রামে রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের বিশেষ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, 'বিএনপির নেতারা নাকি বলেছেন অগণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে সবদলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যে বিএনপির জন্মটাই অগণতান্ত্রিক ও অবৈধভাবে, যেটা হাইকোর্টের রায়েও বলা হয়েছে, তারা আবার অপরের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, এটি সত্যিই হাস্যকর।'

 নিজ উপজেলার উদাহরণ দিয়ে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'আমাদের রাঙ্গুনিয়াতেও দেখুন, বিএনপি তিনভাগে বিভক্ত। কেন্দ্রীয়ভাবেও বিএনপির এক নেতা এক কথা বলে, কিছুক্ষণ পর আরেক নেতা আরেক কথা বলেন, এইভাবে তাদের নিজেদের মধ্যেও ঐক্য নাই। আবার তারা সবদলের ঐক্যের কথা বলে।'

 তিনি বলেন, 'তাদের জোটভুক্ত একটি দল আছে যার নাম তারা দিয়েছে ‘ঐক্য প্রক্রিয়া’। অর্থাৎ ঐক্য নাই বলে ঐক্য প্রক্রিয়া চালাতে চান তারা। সুতরাং বিএনপি ও তার মিত্রদের এসমস্ত বক্তব্য হাস্যকর। বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো আগে নিজের দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন, আমরাও চাই আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন এবং আমাদের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনাও করুন।'

 'জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বদলে গেছে' উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, 'দেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ে উন্নীত হয়েছে, খাদ্যঘাটতির দেশ থেকে খাদ্যউদ্বৃত্তের দেশ হয়েছে; একইসাথে এই করোনাকালেও দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, পাকিস্তানকে অনেক আগেই ছাড়িয়ে এখন আমাদের মাথাপিছু আয় ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে, ২ হাজার ২২৭ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য বিএনপিসহ তার মিত্ররা সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে লজ্জা লাগলেও দেশ ও দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাতে পারতেন, তারা সেটিও করেননি।'

 রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুল মোনাফ সিকদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদারের সঞ্চালনায় সভায় চট্টগ্রাম উত্তরজেলা আওয়ামী লীগ নেতা উপজেলা চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, পৌরসভার মেয়র মো. শাহজাহান সিকদার, উত্তর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

  #

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/২১০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২১

**টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গবেষকদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর**

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল), ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে দেশে কৃষি উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর যেখানে ১ কোটি ১০ লাখ টন চাল উৎপাদন হতো, সেটি প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৩ কোটি ৮৭ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। সরকারের এখন লক্ষ্য হলো এই অর্জনকে টেকসই করার পাশাপাশি সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দেয়া।

 আজ টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেমের (বাউরেস) ‘গবেষণা অগ্রগতির বার্ষিক কর্মশালার’ উদ্বোধন শেষে বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

বাকৃবি রিসার্চ সিস্টেমকে কার্যকর গবেষণা পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, কৃষি উন্নয়নে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেটিকে সরকার সামনে এগিয়ে নিতে চায়, টেকসই করতে চায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চাষযোগ্য জমি হ্রাসসহ নানা কারণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে প্রয়োজন আরো উন্নত, আরো উৎপাদনশীল জাতের ধান, ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসল। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাকৃবির শিক্ষক ও গবেষকদেরকে অংশীদার হতে হবে। কার্যকর গবেষণা করে ধান, বিভিন্ন শাকসবজি, ফলমূল, পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে।

ড. রাজ্জাক বলেন, সরকার গবেষণার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। আমরা আশা করব, আপনারা গবেষণা করে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগলের আরো উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবেন। ধান, শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল যা বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিতে বিপ্লব এনেছেন, সব রকম সহযোগিতা দিয়ে কৃষকের পাশে থেকেছেন। তাঁর লক্ষ্য শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, বরং কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের জীবনমানকে উন্নত করা; গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা। কৃষি নিয়ে এখন তাঁর স্বপ্ন হলো, সারা পৃথিবীতে আমরা শাকসবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস, হাঁস-মুরগী রপ্তানি করা।

 বাউরেসের পরিচালক অধ্যাপক আবু হাদী নূর আলী খানের সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম, বাকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক লুৎফুল হাসান, বাউরেসের সহযোগী পরিচালক অধ্যাপক মোঃ মাহফুজুল হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এ সময় অনলাইনে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষক, গবেষক ও অংশগ্রহণকারী সংযুক্ত ছিলেন।

দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় ২০২০ সালে সম্পন্ন হওয়া বাকৃবির বিভিন্ন অনুষদের সর্বমোট ৪৭৭টি গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল উপস্থাপন করা হবে। কর্মশালায় মোট ১৯টি টেকনিক্যাল সেশন অনুষ্ঠিত হবে।

পরে কৃষিমন্ত্রী টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে নিজ গ্রামে মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজে কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন করেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, সরকার তরুণ সমাজের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছে। তরুণ যুবসমাজকে শিক্ষিত, দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফলে আজকে প্রত্যন্ত  গ্রামেও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে আমরা যদি তরুণ সমাজকে প্রশিক্ষণ দিতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে এদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। দেশের তরুণরা আউটসোর্সিংয়ে আরো দক্ষতা অর্জন করতে পারবে ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

#

কামরুল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২০

**প্রবাসী কর্মীদের যে কোনো সমস্যা দ্রুত সমাধানে কুইক রেসপন্স টিম গঠন**

ঢাকা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 প্রবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতি অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমাধানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে।

 প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সময়ে এবং বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে বিদেশ গমনেচ্ছু, কর্মরত ও প্রত্যাগত কর্মীগণ নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং দেশে অবস্থানকালেও তাঁরা ভিসা সংক্রান্ত বা অন্যান্য জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছেন।

 গঠিত কুইক রেসপন্স টিমের আহ্বায়কের দায়িত্বে রয়েছেন- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক আরিফ আহমেদ খান (০১৮১৯-২৬২১৭২) এবং অন্যান্য সদস্যরা হলেন- মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ সারওয়ার আলম (০১৭১২-২০৭২২৭), বিএমইটি’র ঊর্ধ্বতন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ রানা (০১৭১১-১১১৫৪৪), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের উপ-পরিচালক মোঃ জাহিদ আনোয়ার (০১৭১৬-৮৬৯২২২), সহকারী পরিচালক মোঃ আজিজুল ইসলাম ভুঞা (০১৯৪২-২২০০৫২), উপ-সহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুল কাদের (০১৩১১-১৫৩৪৯১) এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (০১৭৬০-২১৭৮৫৩) প্রমুখ।

  #

রাশেদ/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/১৯০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫১৯

**খুলনা বিভাগে অসহায় মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত রোগ কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে চলমান বিধিনিষেধের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকার। তারই অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশুখাদ্য ও গোখাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে সরকারি ত্রাণ সহায়তা কর্মসূচি ও ঘুর্ণিঝড় 'ইয়াস' পরবর্তী ত্রাণ বিতরণের আওতায় গরিব, অসহায়, কর্মহীন এবং দুস্থ মানুষের মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে ।

 সাতক্ষীরা জেলায় ঘুর্ণিঝড় 'ইয়াস' পরবর্তী ত্রাণ বিতরণের অংশ হিসেবে আজ অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ১ হাজার ৯ শত ৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার, ৭০ মে.টন চাল এবং নগদ ২ কোটি ৯ লাখ ৫৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 সাতক্ষীরা জেলায় এ পর্যন্ত করোনাকালীন অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ৪৫ হাজার ৯ শত ২৪ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ২৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ৩ শত ৪০ টি পরিবারের মাঝে ১২ কোটি ৯৩ লাখ ৩ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৭ শত ৩৮ টি পরিবারের মাঝে শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৩ লাখ টাকা এবং ১ শত ৯ টি পরিবারের মাঝে গোখাদ্য হিসেবে ৪ শত ৭৯টি পরিবারের মাঝে নগদ ৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৯৭ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 যশোর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৬২ হাজার ২শত পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ১১ লাখ টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩ লাখ ১০ হাজার ৭ শত ৯৮ টি পরিবারের মাঝে ১৩ কোটি ৯৮ লাখ ৫৯ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১ হাজার ৬ শত পরিবারের মাঝে শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৮ লাখ টাকা এবং ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৩ হাজার ২ শত টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 বাগেরহাট জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৪০ হাজার ৬ শত ৫০ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৮ শত ৯৯ টি পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ৭৮ লাখ ৪ হাজার ৫ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ২ শত ৩৯ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ২৩ হাজার ৬ শত ৬৮ টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৭ লাখ ৬৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৫৩ হাজার ৮ শত ২৫ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৪২ লাখ ২১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৫ শত ২০ টি পরিবারের ২ হাজার ৬ শত জন এবং ভাসমান ১ হাজার ৮৪ জনকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ২৪ হাজার ৯ শত ৫৪ টি পরিবারের মাঝে ১কোটি ২০ লাখ ৯৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৭৬ হাজার ৭৮ টি পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ৪২ লাখ ৩৫ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 মেহেরপুর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ১৩ হাজার ২ শত ৫০ টি পরিবারের মাঝে ৬২ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৫ হাজার ২ শত ৫০ টি পরিবারের মাঝে ৬৮ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ১৫ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 মাগুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ হিসেবে ৩ শত ২০টি পরিবারের মাঝে ৫ শত টাকার খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

 উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

দীপংকর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫১৮

**দেশবিরোধীদের নির্মূল করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশবিরোধীদের নির্মূল করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, দেশবিরোধী কারো সঙ্গে আমাদের ঐক্য হতে পারে না।

 আজ দিনাজপুর জেলার বিরলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে করা বাগানের লভ্যাংশ বিতরণ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতি করছে। যারা করোনার ভ্যাকসিন না নিতে জনগণকে ভয় দেখিয়েছে, জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে, এখন আবার তারা ভ্যাকসিনের জন্য কথা বলে। তিনি বলেন, চীন-রাশিয়ার সঙ্গে যেন ভ্যাকসিন চুক্তি না হয় সেজন্য বিএনপি তৎপর ছিল। কিন্তু সরকার দক্ষতার সঙ্গে শুধু সংকট মোকাবিলা নয়; বাংলাদেশকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

 খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী বিধায় আজকে আমরা ফিলিস্তিনকে সাহায্য করছি। শ্রীলঙ্কাকে অর্থ সহায়তা দিচ্ছি। এ সময় বৈশ্বিক উষ্ণতা থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে সবাইকে গাছের চারা রোপণ করার আহ্বান জানান তিনি।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে ইসলামের উন্নয়নে যা করার আওয়ামী লীগই করেছে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মকে সঠিক ধারায় রাখার জন্য। যেহেতু ৯০ ভাগ মানুষ আমাদের মুসলমান, তারা যেন সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারে।

 বিরল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিনাত রহমানের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র সবুজার সিদ্দিক সাগর, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায় এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জাকির হোসেনসহ স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাগণ।

 পরে প্রতিমন্ত্রী বিরলে সারংগাই উচ্চ বিদ্যালয়ে চারতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

  #

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/১৮৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫১৭

**শতভাগ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সেবায় সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে**

**---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, শতভাগ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সেবায় সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। গ্রাহকরা যেন কোন অভিযোগ করতে না পারে। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোর গ্রাহকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) কর্তৃক  “ গ্রাহক সন্তুষ্টি জরিপ” এর খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ৮৮ শতাংশ গ্রাহক বিদ্যুৎ সেবায় সন্তুষ্ট। সরকার শতভাগ গ্রাহকের সন্তুষ্টি চায়। বিতরণ কোম্পানিগুলোকে এ সময় গ্রাহকদের সমস্যা ও অভিযোগ যথাযথভাবে সম্মানের সাথে মূল্যায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন,  প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব মূল্যায়ন থাকা আবশ্যক।  সেবা যত দ্রুত অনলাইন বা ডিজিটালাইজড করা যাবে গ্রাহক সেবার মান তত দ্রুত বাড়বে।

 IIFC কর্তৃক  ‘গ্রাহক সন্তুষ্টি জরিপ’ বিদ্যুৎ সংযোগ, অভিযোগ সেবা, বিলিং ও মিটারিং–এই চারটি বিষয়ের ওপর করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সদর উপজেলার ৭০০ গ্রাহক ও কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার ৭০০ গ্রাহক অর্থাৎ মোট ১৪০০ গ্রাহক নিয়ে  এই জরিপ পরিচালিত হয়েছে। যার মধ্যে আবাসিক গ্রাহক ৭১ শতাংশ এবং বাণিজ্যিক ও অন্যান্য গ্রাহক ২৯ শতাংশ। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)-এর ৩৯ শতাংশ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)-এর ৩৯ শতাংশ ওবাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)-এর ২২ শতাংশ গ্রাহক এই জরিপে অংশগ্রহণ করেছে। সার্বিকভাবে ৮৮ শতাংশ গ্রাহক বিদ্যুৎ সেবায় সন্তুষ্ট বলে জরিপে উঠে এসেছে। বিদ্যুৎ সংযোগ-এ ৯৪ শতাংশ, অভিযোগ সেবায় ৭৭ শতাংশ, বিলিং-এ ৯৫ শতাংশ ও মিটারিং সেবায় ৮৮ শতাংশ গ্রাহক সন্তুষ্ট। জরিপের খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ৫২ শতাংশ গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সরাসরি বিদ্যুৎ অফিসে না যেয়ে কোন না কোন মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে আবেদন করেন।

 বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী  এ সময় বলেন, ৫২ শতাংশ গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য কেন মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে আবেদন করে তা খুঁজে বের করতে হবে। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো কী সেবা দেয়, কোথায় এই সেবা কিভাবে পাওয়া যাবে বা উদ্দিষ্ট সেবার  ফি কত বিষয়গুলো গ্রাহকদের জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে, জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত রেখে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

 ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, পিডিবির চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন, আরইবির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ), পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেনসহ অন্যান্য দপ্তর প্রধানগণ সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫১৬

**বাঙালি জাতির সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধুর মতো একজন সাহসী মহাপুরুষের জন্ম এদেশে হয়েছে**

 **-পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, বাঙালি জাতির সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধুর মতো একজন সাহসী মহাপুরুষের জন্ম এদেশে হয়েছে। জাতির পিতার কারণে একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, একটি আত্মপরিচয় রয়েছে সারা বিশ্বের কাছে। বিংশ শতাব্দীতে যারা নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য অবদান রেখে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জননেত্রী শেখ হাসিনার মতো একজন দক্ষ নেতৃত্বের কারণে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশকে নিয়ে গবেষণা হয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কাজে সকলকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করতে হবে।

 আজ মণিরামপুর (যশোর) পৌরসভায় বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৩৪ কিঃমিঃ দীর্ঘ পাইপলাইন স্থাপন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পৌরবাসীর উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রত‍্যেককে সচেতন হতে হবে। সকল দায়িত্ব শুধু সরকার বা জনপ্রতিনিধিদের, এ ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পৌরকর দেওয়ার মতো মানসিকতা তৈরি করতে হবে। আগের সেই দরিদ্রতা আর নেই। আমাদের সক্ষমতা বেড়েছে। বতর্মানে দেশের মাথাপিছু আয় ২হাজার ২২৭ মার্কিন ডলার যা ইতিমধ্যে পাকিস্তান,  নেপাল, ভুটান  ও ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সরকার ক্ষমতায় থাকায় দেশের সকল সূচকে উন্নয়ন অব‍্যাহত রয়েছে। গত আড়াই বছরে মণিরামপুরের সকল খাতে উন্নয়ন দৃশ‍্যমান হয়েছে।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী এসময় বলেন, সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে অনেক মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশের প্রতিটি মানুষের নিকট পানি সরবরাহ সহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত রেখে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে হলে সকলকে উন্নয়নের অংশীদার করতে হবে।

 মণিরামপুর পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জাহিদ পারভেজ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ জাকির হাসান এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলাশ কুমার দেবনাথ প্রমুখ।

  #

আহসান/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫১৫

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নতির মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব**

 **-- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন ও  অগ্রগতি সম্ভব বলেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী  স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

 'বিজ্ঞান , প্রযুক্তি  উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ ' সাধনের মূল স্লোগান 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ' অনুসরণে দেশি ও বিদেশি বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত, উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী এবং এসোসিয়েশন অভ্ একাডেমিস অ্যান্ড সোসাইটিস অব সাইন্সেস ইন এশিয়ার উদ্যোগে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অডিটরিয়ামে আয়োজিত দুইদিনব্যাপী ওয়েবিনারের উদ্বোধনী  অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 এ ছাড়া মন্ত্রী নবীন বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে যথার্থ ভূমিকা রাখা ও দেশকে বিশ্বের দরবারে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

 এ ওয়েবিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'প্লাস্টিক পলিউশন: কজেস, ইফেক্ট অ্যান্ড সলিউশন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এমিরিটাস প্রফেসর এ কে আজাদ। অনুষ্ঠানে এ এ এস এস এ  এর সভাপতি  প্রফেসর উও হ্যাং কিম (Yoo Hang Kim) জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণ করেন। একাডেমির সম্মানিত ফেলোবৃন্দ দেশ বিদেশের নবীন ও প্রবীণ বিজ্ঞানী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক সহ প্রায় তিনশ বিজ্ঞানী ওয়েবিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

#

বিবেকানন্দ/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫১৪

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ১৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৪৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৯৭ হাজার ৩৮৬ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৫৪৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৩৭ হাজার ৪০৮ জন।

#

দলিল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫১৩

**শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যামামলার রায় কার্যকরের দাবি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর**

গাজীপুর, ১৫ জ্যৈষ্ঠ (২৯ মে) :

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যামামলার রায় অবিলম্বে কার্যকর করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

 প্রতিমন্ত্রী গতকাল গাজীপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের ১৭তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এ দাবি জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আদর্শের কখনো মৃত্যু হয় না। শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীদের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। দেশের আন্দোলন, সংগ্রাম ও অধিকারনিশ্চিতকরণে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের নাম চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। তিনি সততা ও আদর্শের ইতিহাস তৈরি করে গেছেন।

 স্মরণসভায় বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের  সাধারণ সম্পাদক একেএম আফজালুর রহমান বাবু এবং স্থানীয় আওয়ামী নেতৃবৃন্দ শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টারের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনসম্পর্কে আলোচনা করেন।

#

আরিফ/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১৪২ ঘণ্টা